**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2034-2040
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.464**

# দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতার যন্ত্রণার আলেখ্য: নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

**ড. স্বপন দাস,** *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরনগর মহাবিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 20.05.2026; Accepted: 29.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

India and its distinct regions endured a prolonged period of subjugation under different foreign invaders throughout history. Today's India stands as a testament to a blood-stained past, built on the ultimate sacrifice of common masses. Among all the invaders, India was mostly wounded by the British. For two hundred years, India faced Iron fisted dominance of the British. They sowed the seed of communal hatred which acted like a slow poison in the society. When people could no longer bear the brutal dominance, they revolted against the government, which resulted in the deaths of hundreds of thousands common innocent Indians. After the second world war the British came under immense pressure and agreed to India's Independence. To protect their own interest, they divided India in two weaker and dependent nations. India received its Independence at the cost of countless lives, immense bloodshed and communal violence. The journey of independent India was not easy as undivided India was divided into two different nations on the basis of religion. The leaders thought that the communal violence will stop after the partition but the result was more devastating. The writers of the subcontinent captured the traumatic history translating the agony and plight of the people into powerful narratives. Bengali literature is enriched with poetry, short stories, fiction and drama depicting the trauma of the riots and partition. This paper offers a critical analysis of selected short stories of saadat Hasan Manto's 'Khodar Kasam' and Kritya', Samaresh Basu's 'Adab'; Jiban Sarkar's 'Katatar', It can be seen in the stories that we are analyzing how partition and communal violence leading to a catastrophic humanitarian crisis.  In this paper, we intend to analyze the deep psychological trauma and plight of the masses during partition.

**Keywords:** Violence, Partition, Freedom, Humanity, Exploitation

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।"[১]

পরাধীনতার গ্লানি কেউই বহন করতে চায় না। তাই তো স্বাধীন হতে মানুষ প্রাণপণ সংগ্রাম করে এসেছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিদেশি শত্রুর কাছে পরাধীন থেকেছে দীর্ঘকাল। শক, হুন, তুর্কি, পাঠান, মোগল, পর্তুগিজ, ফরাসি, ব্রিটিশ ইত্যাদি বিদেশি শক্তির দ্বারা সমগ্র ভারত বা ভারতবর্ষের প্রদেশ বিশেষ শাসিত বা শোষিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ভারতবাসীর পরাধীন থাকার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি যন্ত্রণাদায়ক। এক দীর্ঘ রক্তঝরা অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত আজকের ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের যে বিদেশি শক্তির দ্বারা সবচাইতে বেশি ও সর্বোতভাবে অত্যাচারিত, শোষিত, লুণ্ঠিত হয়েছিল সেটি হল ব্রিটিশদের দ্বারা। প্রায় দুশো বছর (১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পর্যন্ত) ব্রিটিশেরা ভারতে শাসন চালিয়েছিল। এই দীর্ঘ দুশো বছর ধরে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ ও এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল। ব্রিটিশরা কঠোর দমননীতির দ্বারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চালিয়েছিল শাসনের নামে শোষণ। অখণ্ড ভারতকে বিভেদের রাজনীতি দিয়ে বার বার বিখণ্ডিত করতে চেয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে। বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণর সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বাষ্পে সৃষ্টি করেছে বিভেদ। শক্তিশালী বাংলাকে বিভক্ত করতে করেছে চক্রান্ত। সমালোচকের ভাষায়—

> "ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলার লক্ষ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী অত্যন্ত সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি চালিয়ে গিয়েছিল।"[২]

দুর্বিসহ করে তুলেছিল মানুষের জীবন। জোর-জুলুমের নীতিতে ভারতবাসীর পিঠ ঠেকে গিয়েছিল দেওয়ালে। অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রাণ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ ভারতবাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলে ব্রিটিশরা উপলব্ধি করে তাদের রাজত্বের সমাপ্তি আসন্ন।

ব্রিটিশ সরকার প্রবল চাপে ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিলেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কাজ করেছিল ভারতের স্বাধীনতা মঞ্জুরিতে। ব্রিটিশেরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে ধরে রাখতে অখণ্ড ভারতকে দুটুকরো করে দুটি রাষ্ট্র বানিয়ে দুর্বল করে তাদের উপর নির্ভরশীল করে রাখা এবং সেটাই হয়েছিল। ব্রিটিশরা যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তার ফলস্বরূপ মুসলিম লিগের নেতা আলি জিন্না পৃথক রাষ্ট্রের দাবী করেন। মহাত্মা গান্ধী পৃথক রাষ্ট্রের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। নেহেরুও দেশভাগের প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছিলেন। এই টানাপোড়েন, রাজনৈতিক চক্রান্ত, কিছু নেতার নিজ স্বার্থের ফলে বাধে বিরোধ। স্বাধীনতার আগের থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা। দাঙ্গায় দিশেহারা হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজির পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নেয়।

ব্রিটিশের চক্রান্ত অনেক রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক হিংসা, দাঙ্গা অগণিত মানুষের মৃত্যুর পথ দিয়ে অখণ্ড ভারতের দুই ভাগের মধ্য দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে এলো বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা। ধর্মের ভিত্তিতে জন্ম নিল দুটো রাষ্ট্র— ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। ভারতবর্ষের নেতারা ভেবেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার কারণে দাঙ্গা, মহামারি হয়েছিল সেটা দেশভাগের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে। কিন্তু তা তো থামলোই না, বরং আরো ভয়ংকর রূপ নিল। শুরু হল দুই দেশে সংখ্যাগুরুদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের উপর অমানবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যা। সমালোচকের ভাষায়—

> "ধর্মের ভিত্তিতে দুটো রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে নেমে এসেছিল শরণার্থীর দল। কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েক কোটি মানুষ বিভক্ত ভারতের সীমানা পেরিয়ে গেল আর এল। কয়েক লক্ষ মানুষ মরল পথে। প্রায় ১ লক্ষ মেয়ে ধর্ষিতা হল। হাজার হাজার পরিবার ভাগ হয়ে গেল। ভাঙল সংসার, বাড়ি ও পারস্পরিক সম্পর্ক। নষ্ট হল ফসল। ধ্বংস হল গ্রাম।"[৩]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য যে দুটি প্রদেশের মানুষকে ইজ্জত ও প্রাণ দিয়ে পরিশোধ করতে হয়েছিল বাংলা ও পঞ্জাবকে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সময়েও লুণ্ঠিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মান ও প্রাণ। আজও সেই দেশ বিভাগের বেদনার যন্ত্রণাময় স্মৃতি বহন করে চলেছে অগণিত সাধারণ মানুষ।

আর এই বেদনার স্মৃতি নিয়ে এই উপমহাদেশের সাহিত্যিকেরা রচনা করেছে দুঃসময়ের বেদনার কথামালা। ভারত, পাকিস্তান ও পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের দাঙ্গা-দেশভাগের বিষয় নিয়ে রচিত সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে হাহাকারের সুর। ঐতিহাসিক ভিত্তি, সমাজ বাস্তবতায় দেশভাগের কাব্য, গল্প-উপন্যাসগুলিতে সাধারণ, নিরীহ মানুষের আর্তনাদ কান পাতলেই শোনা যায়।

দেশভাগের ফলে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাঙালি জাতি। সঙ্গত কারণেই দাঙ্গা-দেশভাগকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকের সংখ্যাও যথেষ্ট। দেশভাগের বিষয় নিয়ে রচিত বাংলা ছোটোগল্পের সংখ্যাও কম নয়। জ্যোতির্ময়ী দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আরও অনেকেই দেশভাগের বিষয় নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। আবার অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুদিতও হয়েছে অনেক গল্প। আমাদের আলোচ্য পত্রে আমরা সাদাত হাসান মান্টোর 'খোদার কসম', 'কৃত্য', সমরেশ বসুর 'আদাব', জীবন সরকারের 'কাঁটাতার', গল্পে চিত্রিত দাঙ্গা, দেশ বিভাগের ভয়াবহতার স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস করব।

সাদাত হাসান মান্টোর 'খোদার কসম' গল্পটিতে লেখক স্বাধীনতা পরবর্তী হিংসা, মানুষের যন্ত্রণা এবং ভণ্ড সমাজের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। গল্পটি শুরু হচ্ছে এভাবে—

> "ঐ দিক থেকে মুসলমান, আর একদিক থেকে হিন্দুরা এখনও যাওয়া-আসা করছে। প্রতিটি ক্যাম্পেই লোকে গাদাগাদি। এমন গাদাগাদি যে, তিল ধারণের জায়গা নেই। তা সত্ত্বেও ক্যাম্পগুলোতে ঠুসে ঠুসে লোক ঢুকানো হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার যে ব্যবস্থা তা না বললেও চলে। এই মানুষগুলো যাতে রোগে আক্রান্ত না হয় তারও কোনও রকম ব্যবস্থা নেই। রোগ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়েছে।"[৪]

দেশভাগ পরবর্তী ঘটনাক্রম সম্পর্কে কমবেশি আমরা অবগত যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে যতটা যত্ন নিয়েছিল সেই তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা লক্ষ লক্ষ বাঙালিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেনি। সমালোচকের ভাষায়—

> "১৯৪৭-এ দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে ৫০/৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ এক ধাক্কায় প্রকাণ্ড এক ঢেউয়ের মতোই আছড়ে পড়েছিল ভারত ভূখণ্ডে, তার ধাক্কা সামলাতে হিমসিম খেলেও তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিতে শুরু করেছিল নেহেরু সরকার। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বঙ্গ থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হয়নি।"[৫]

ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ছাউনির নীচে, ফুটপাতে আশ্রয় নেয়। আমরা জানি কলকাতা, শিয়ালদহের রাস্তায় ঢল নামে উদ্বাস্তু মানুষদের।

দেশভাগের পরবর্তী হিংসায় পুরুষের চাইতে বেশি অত্যাচারিত হয়েছিল নারীরা। লক্ষ লক্ষ নারীকে ধর্ষিত হতে হয়েছিল। অপরিচিত দাঙ্গারাজের ঔরসজাত সন্তানকে পেটে ধারণ করে এক যন্ত্রণার জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল যে কত দলিল হয়ে রয়েছে। গল্পকার এই গল্পে এমনই এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখক লিখেছেন—

> "আমি যখন এইসব মেয়ে আর মহিলাদের কথা ভাবি তখন আমার চোখের সামনে শুধু ভেসে ওঠে উঁচু—ফুলে-ওঠা পেট। এই ফুলে-ওঠা পেটগুলোর পরিণতি কি হবে? এই পেটগুলো যা দিয়ে ভর্তি, তার মালিক কে হবে—পাকিস্তান, না হিন্দুস্থান?"[৬]

গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই অনেক মেয়ে, স্ত্রী অপহৃত হয় দুষ্কৃতিদের দ্বারা। তাদের মধ্যে অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। যারা একসময় জোর-জুলুম চালিয়েছিল সংখ্যালঘুদের উপর তারাই আবার লোক দেখানো উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় দেখে লেখক ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। এক বৃদ্ধা তার সুন্দরী কন্যাকে হারিয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে সন্তানের সন্ধানে ঘুরে বেড়ালেন। অনেকে গল্পকথককে বলেছেন, বৃদ্ধাকে পাগল গারদে দিয়ে দিতে। গল্পকার বলেন—

> "এক বিশাল পাগল গারদ, যে পাগল গারদে ও মাইলের পর মাইল পদচারণা করে পায়ের যেন তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে, সেখান থেকে ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট চার দেওয়ালের একটি পাগল গারদে কয়েদ করতে চাইনা।"[৭]

গল্পকথকের এই মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের মানসিক বিকার না ঘটলে শুধুমাত্র ধর্মের নামে এই রক্তক্ষয়ী অত্যাচার একে-অপরের উপর করত না। গল্পটিতে স্বল্প পরিসরে গল্পকার দেশভাগের দুই-একটি জ্বলন্ত সমস্যার এক বাস্তবসম্মত ছবি এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

দাঙ্গা, দেশভাগের উপর লেখক সাদাত হাসান মান্টোর অপর একটি ছোটোগল্প হল 'কৃত্য'। গল্পটি দাঙ্গা বিধ্বস্ত অমৃতসরের পটভূমিতে রচনা করেছেন। এক সময় যে স্থানে বিভিন্ন জাতি, ধর্মের মানুষ সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একসঙ্গে বসবাস করত। তারাই এক ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় অন্ধ হয়ে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বস্ত মানুষগুলো কেমন যেন অচেনা হয়ে গিয়েছে। মানবিক বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে এসেছে। প্রতিশোধ স্পৃহার নেশায় উন্মত্ত আজ সাধারণ মানুষ। এমনই মন ভাঙার ছবি লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

গল্পে আমরা দেখি যে, সমস্ত এলাকায় হিন্দু, মুসলিম ও শিখরা মিলেমিশে বসবাস করত। দাঙ্গার প্রাবল্য বাড়ায় হিন্দু এলাকায় বসবাস করা মুসলমানেরা নিরাপদ মুসলমান প্রধান অঞ্চলে চলে যেতে লাগল এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিরাপদ স্থানে চলে গেল। জজ আব্দুল হাই অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ সমস্ত ধর্মের লোকেদের সঙ্গে তাঁর মানবিক সম্পর্ক। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই দাঙ্গা থেমে যাবে। তিনি অন্যদের মতো নিজের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো আশঙ্কা প্রকাশ করলেন না। যদিও আশেপাশের পরিবেশ ছিল উত্তপ্ত। রাতের আকাশ ছিল বিশাল আগুনের শিখায় রক্তিম। চারিদিকে 'আল্লা-হুঁ-আকবর', 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি। এমন পরিস্থিতিতে জজ সাহেবের কন্যা তাঁকে প্রস্তাব দেয় কয়েকদিন মুসলমান প্রধান অঞ্চল শরিফপুরায় গিয়ে তাদের থাকা উচিত। কিন্তু জজ সাহেব কন্যাকে বলেন—

> "তুই মিছামিছি ভয় পাচ্ছিস। শিগগিরিই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"[৮]

কিন্তু দিনে দিনে অবস্থার অবনতি হয়। দাঙ্গা প্রবল রূপ নিতে থাকে। জজ সাহেবের কন্যা ও পুত্ররা ভয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকে। জজ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন তাদের কাজের লোক আকবরও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ঈদের একদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় জজ সাহেবের ঘরের দরজায় কেউ ধাক্কা মারল। জজ সাহেবের ছেলে-মেয়েরা ভীত হল। জজ সাহেব বললেন, গুরমুখ সিং এসেছে হয়তো। দরজা খুলে দিতে নির্দেশ দিলেন। গুরমুখ সিংকে জজ সাহেব মিথ্যে মামলার হাত থেকে একবার রক্ষা করলে গুরমুখ সিং জজ সাহেবকে খুব সম্মান করত। প্রতি বছর ঈদের সময় মিঠাই বানিয়ে জজ সাহেবকে দিয়ে যেত। জজ সাহেব তাই ভেবেছেন, সেই গুরমুখ সিং তাঁর জন্য মিঠাই নিয়ে এসেছে ঈদের জন্য। জজ সাহেবের কন্যা দরজা খুলে দিলে দেখে এক তরুণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। তরুণ নিজের পরিচয় দিয়েছে গুরমুখ সিঙের ছেলে বলে। সে জানায় গুরমুখ সিং মারা যাবার আগে বলে যায় যে, সে মারা যাবার পর জজ সাহেবের কাছে মিঠাই দিয়ে আমার দায়িত্ব তার ছেলেকেই নিতে হবে। সেই দায়িত্ব পালন করতে তরুণ আজ মিঠাই নিয়ে এসেছে। জজ সাহেবের কন্যার কাছে গুরমুখ সিঙের ছেলে জজ সাহেবের খবর নেয়। জজ সাহেব অসুস্থ জেনে ভগবানের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করে। যুবক জজ সাহেবের ঘর থেকে ফিরে রাস্তায় আসতেই চারজন লোক জজ সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে আসে ও গুরমুখ সিঙের ছেলেকে বলে—

> “ক্যায়া সর্দারজী, আপ্‌কা কাম খতম হো গিয়া?
> সন্‌তোখ সিং সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।
> ‘তাহলে আমরাও আমাদের কাজ শেষ করি!’— চারজনের একজন বলে।
> ‘যো মর্জি।’— এই কথা বলে সন্‌তোখ সিং মাথা উঁচু করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।”[৯]

গল্পের এই সমাপ্তি অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিখ যুবকের মন্তব্যটি ‘তাহলে আমরাও আমাদের কাজ শেষ করি!’ ইঙ্গিতপূর্ণ। তারা কী কাজ শেষ করতে চায়? জজ সাহেবের পরিবারের হত্যা? জজ সাহেবের কন্যার ধর্ষণ? সমকালীন পরিস্থিতি আমাদের সেই সন্দেহের দিকেই নিয়ে যায়। আর শেষে গুরমুখ সিঙের ছেলের ‘যো মর্জি’ কথাটি আমাদের আশ্চর্য করে। জজ সাহেবের দীর্ঘ দিনের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গুরমুখ সিঙের ছেলের এই বাক্যে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

দেশভাগ পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পটি। গল্পের শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু-মুসলমানের। মৃত্যু কাতর নারী-শিশুর চিৎকারে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলেছে। ১৯৪৬ সালে ‘আদাব’ গল্পটি ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমরা জানি ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। কলকাতাতেও এর এক বীভৎসকতা দেখা যায়। দাঙ্গা দমনের নামে ব্রিটিশ সরকার চালিয়েছিল কঠোর দমন নীতি। নির্বিচারে হত্যালীলায় নেমেছিল তারা।

দীর্ঘকাল ধরে যে হিন্দু-মুসলমান সুখ-দুঃখ সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একসঙ্গে বসবাস করেছে তারাই আজ ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তে স্বার্থান্বেষী নেতাদের কুমন্ত্রণায় একে-অপরের প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছে। সন্দেহ, ভয় মলিন করেছে হিন্দু-মুসলমানের আত্মীয়তার বন্ধনকে। গল্পকার সমরেশ বসু এই গল্পে একদিকে দাঙ্গার বীভৎসতার সঙ্গে ক্ষীণ আশার আলো দেখানোর প্রয়াসও করেছেন। তাইত আমরা দেখি গল্পে হিন্দু সুতাকলের শ্রমিক ও মুসলমান মাঝি প্রাণ বাঁচানোর জন্য একে-অপরের সহায়ক হতে চেয়েছে। সুতাকলের শ্রমিক ও মাঝি দেশের এই পরিস্থিতির কারণ ও তার পরিণাম সম্পর্কে মাঝি বলেন—

> "আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকার হইব?"[১০]

সুতাকলের শ্রমিক বলে—

> "—আরে আমিও ত' হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কী আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়ে হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।"[১১]

মাঝি ও সুতাকলের শ্রমিকের সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পকার দাঙ্গার কারণ ও পরিণাম সম্পর্কে সদুত্তর দিয়েছে। হিংসা, দাঙ্গা, দেশ বিভাগ যে কিছু মানুষ ও শক্তির বিকৃত মানসিকতার পরিচয় তা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ শুধু ধ্বংস করে গড়ে না তা যুগ-যুগ ধরে মানুষ প্রত্যক্ষ করে এসেছে। তাদের এই বিরোধের ফলে শোষিত, বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ। শাসক, নেতা, ক্ষমতাবানরা লাভান্বিতই হয়।

এই গল্পে মাঝি ও সুতাকলের শ্রমিক চরিত্র দুটি স্বল্প সময়ের পরিচয়ে আমাদের জানিয়ে যায় সাধারণ, নিরীহ মানুষগুলি যে আত্মিকতার বন্ধন ভুলেনি তারা যেন কোনো কূট-রাজনীতির স্বীকার। আর সে জায়গা থেকেই দ্বন্দ্ব।

আমরা এই গবেষণাপত্রের শুরুতেই বলেছিলাম, স্বাধীনতাহীনতায় কেউ থাকতে চায় না। ভারতবর্ষের মানুষ ব্রিটিশদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লক্ষ-লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনে এই স্বাধীনতা নিয়ে এসেছিল দুর্বিঃসহ যন্ত্রণা। স্বাধীন হয়েও পরাধীন। দেশত্যাগী হতে হয়েছিল পঞ্জাব ও বাংলার লক্ষ-লক্ষ সাধারণ মানুষকে। এমনই এক বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার জীবন সরকার তাঁর 'কাঁটা তার' নামক ছোটোগল্পটিতে।

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রাণরক্ষার তাগিদে ভারতবর্ষে চলে আসা শান্তির স্মৃতিপটে উঠে এসেছে দেশ বিভাগের ভয়াবহতার চিত্র। শান্তি বলে—

> "কী পেলাম স্বাধীনতায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের গ্রামের ছবিটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। দেশ, বিদেশ হল। অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল।"[১২]

শান্তির স্মৃতিপটে আজ উঠে এসেছে ছোটোবেলার সেই দেশভাগের সময়ের ছবি। কীভাবে মানুষ চৌদ্দপুরুষের ভিটে-মাটি ত্যাগ করে দলে-দলে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। শান্তির স্মৃতিপটে উঠে এসেছে তাঁদের সঙ্গে ঘটা অত্যাচারের দাবী—

> "ঘোড়ামারা গ্রামের কেউ বেঁচে নেই। সব খতম। পালাও, নিরাপদ দেশে পালাও। মা আমাকে কোলে নিয়ে কাঁপছে। অস্ফুট গলায় হরিনাম জপছে। বাবা একটা লাঠি নিয়ে দুয়ারে দাঁড়াল। গ্রামের যুবকেরা ছোটাছুটি করছিল......।"[১৩]

এমন পরিস্থিতিতে শান্তির বাবা শান্তিকে ছোটোবেলায় ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অজানা অচেনা এক দেশকে আজও শান্তি নিজের করে নিতে পারেননি। বাবা, মা, ভাইয়ের জন্য শান্তির মন কাঁদে, কিন্তু যাবার উপায় নেই। শান্তি মনে-মনে আজও বলে ওঠে—

> "এখানে এসে কী পেলাম? মা-বাবা যে আশা নিয়ে পাঠাল তা পূর্ণ হল কই। তবে কেন এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিয়ে এখানে দিন-রাত শেষ করছি।"[১৪]

প্রকৃত পক্ষেই আমরা দেখি, পূর্ববঙ্গ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ভারতবর্ষে এসেছিল। অসংখ্য মানুষ প্রাণ রক্ষার তাগিদে রাতারাতি পালিয়ে এসেছিল। আবার লক্ষ-লক্ষ মানুষ এসেছিল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে তাদের অধিকাংশের কপালেই জুটেছিল দুর্ভোগ। ভিটে-মাটিহীন হয়ে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করতে হয়েছিল অনেককেই। কাতারে কাতারে মানুষ একমুঠো অন্নের জন্য লাগিয়েছিল লাইন। অনিদ্রা, অনাহারে মরেছিল হাজার-হাজার মানুষ। এই চিত্রগুলি দেশভাগের ফলে বাঙালির ভাগের অংশ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন কথাটি আপাতদৃষ্টিতে মধুর মনে হলেও এর আগের ও পরের যে বেদনার অধ্যায় রয়েছে তা আমাদের আলোচ্য গল্পগুলোর পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা অনায়াসেই অনুধাবন করতে পারি। এই গল্পগুলো নিছক গল্প বলার গল্প নয়। গল্পের পাতায়-পাতায় রয়েছে দেশভাগের রক্তমাখা দলিল। আলোচিত গল্পগুলিতে গল্পকারেরা দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পীসত্তার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

**তথ্যসূত্র:**

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল। 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। ভারবি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৫।

২. চট্টোপাধ্যায়, সুদিন ও অন্যান্য (সম্পা)। 'দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প'। দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৪ কলকাতা-৬, পৃ. (সঙ্কলন বিষয়ে কিছু কথা ১)।

৩. তদেব, পৃ. (সঙ্কলন বিষয়ে কিছু কথা ১)।

৪. চট্টোপাধ্যায়, সুদিন ও অন্যান্য (সম্পা)। 'খোদার কসম', 'দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প'। দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৪ কলকাতা-৬, পৃ. ৭।

৫. তদেব, পৃ. (সঙ্কলন বিষয়ে কিছু কথা)।

৬. চট্টোপাধ্যায়, সুদিন ও অন্যান্য (সম্পা)। 'খোদার কসম', 'দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প'। দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৪ কলকাতা-৬, পৃ. ৮।

৭. তদেব, পৃ. ১০।

৮. চট্টোপাধ্যায়, সুদিন ও অন্যান্য (সম্পা)। 'কৃত্য', 'দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প'। দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৪ কলকাতা-৬, পৃ. ১২।

৯. তদেব, পৃ. ১৫।

১০. চট্টোপাধ্যায়, সুদিন ও অন্যান্য (সম্পা)। 'আদাব', 'দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প'। দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৪ কলকাতা-৬, পৃ. ২১৩।

১১. তদেব, পৃ. ২১৪।

১২. চট্টোপাধ্যায়, সুদিন ও অন্যান্য (সম্পা)। 'কাঁটা তার', 'দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প'। দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৪ কলকাতা-৬, পৃ. ৩৭৩।

১৩. তদেব, পৃ. ৩৭৪।

১৪. তদেব, পৃ. ৩৭৭।